ঈদ সংখ্যার লেখালেখি

ঈদ আসার দেরি থাকলেও ঈদসংখ্যা তৈরির পরিকল্পনা কয়েক মাস আগেই সম্পন্ন হয়েছে। এখন শুধু গল্প-উপন্যাসসহ অন্যান্য লেখা পাওয়ার অপেক্ষা। ঔপন্যাসিকগণ লিখে চলেছেন উপন্যাস, কারো কারো লেখা ইতিমধ্যে পত্রিকা অফিসে পৌঁছে গেছে। পত্রিকার বেঁধে দেয়া সময়ের ভেতর লেখাটা শেষ না হলে ঈদসংখ্যায় ছাপানো যাবে না– তাই লেখকদের ভেতর যেমন একধরনের তাগিদ কাজ করছে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষের ভেতরেও রয়েছে টেনশন ও উৎকণ্ঠা। এবারেও সাপ্তাহিক ২০০০ শুধু বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের লেখা সর্বোচ্চ সংখ্যক উপন্যাসের সমাহারে একটি আকর্ষণীয় ঈদসংখ্যা প্রকাশের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক তরুণ সাহিত্যিক এতে লিখছেন। তাই একটি তারুণ্যখচিত ঈদসংখ্যা পেতে যাচ্ছেন পাঠকেরা। নির্ধারিত প্রায় সকল ঔপন্যাসিকই তাঁদের উপন্যাস রচনার কাজ প্রায় শেষ করে এনেছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদসংখ্যার লেখকদের লেখালেখি নিয়ে লিখেছেন **মারুফ রায়হান**

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মূল্যবান প্রবন্ধ

বরেণ্য প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর প্রবন্ধের জন্য বেশ কয়েকটি পত্রিকা আগ্রহী। ২০০০ ছাড়াও আরো দু' একটি পত্রিকায়ও হয়তো লিখবেন। নিজের সম্পাদনায় এ মাসেই প্রকাশিতব্য সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক নতুন একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্যে খুবই ব্যস্ততা যাচ্ছে তাঁর। বহু বছর আগে 'আমার পিতার মুখ' শিরোনামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন। এবার ওই নতুন পত্রিকা 'নতুন দিগন্ত'-র জন্যে লিখলেন 'আমার মা ও তাঁর সময়'। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রবন্ধের শিরোনাম 'ইহজাগতিকতার শত্রুপক্ষ'। প্রতিষ্ঠিত কায়েমী স্বার্থ দেশে-দেশে সেক্যুলারিজমের বিরোধিতা করেছে– এই মূল থিমটিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিকদের অর্জন উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করে একটি গভীর তাত্ত্বিক প্রবন্ধই হবে এটি।

ড্রপ বিটের ঝুঁকি আর বিপর্যস্ত দৃষ্টিশক্তি নিয়ে লিখে চলেছেন শওকত আলী

ড্রপ বিটের ঝুঁকি আর বিপর্যস্ত দৃষ্টিশক্তি নিয়ে শুধু সাপ্তাহিক ২০০০-এর জন্যেই লিখে চলেছেন প্রবীণ কথাশিল্পী শওকত আলী। যাঁদের বাইপাস সার্জারি হয়েছে তাঁরা জানেন হৃৎপিণ্ডের এই ড্রপবিটের নেতিবাচক পর্যায়ের কথা। গল্প করতে করতে চোখ থেকে চশমা খুলে আমার হাতে দিলে দেখলাম এক পাশের কাচেই শুধু পাওয়ার। এই ব্যবস্থা অবশ্য অতি সাম্প্রতিক। কেননা একটি চোখেই শুধু অস্ত্রোপচার করা হয়েছে, এখন অন্য চোখের ছানি কাটানোও জরুরি হয়ে পড়েছে। হাটখোলার কাছে যে-গলিতে ঢুকেই তাঁর বাড়ি, সে-গলি ধরে হেঁটে

গেলে মাত্র কয়েক মিনিটের ভেতর পৌঁছে যেতাম বাংলা ভাষার এক শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাড়া-বাসায়। সে এক যুগ আগের কথা। পরে তিনি আজিমপুরের কলোনিতে উঠে গিয়েছিলেন। ইলিয়াস ভাই এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবেন কে ভেবেছিলো। অনেক কাল পরে এই পাড়ায় এসে তাঁর স্মৃতি আলোড়িত করছিলো। ইলিয়াস ভাই লেখক শিবির করতেন। শওকত ভাই এখন বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সভাপতি। ভাদ্রের দুপুরে দুঃসহ চোখ-ধাঁধানো রোদের ভেতর শওকত আলীকে যেতে হয়েছিলো ব্যাংকে ও জিপিওতে, অনিবার্য ব্যক্তিগত কাজে। তাই অবসন্ন দেখাচ্ছিলো। বললেন আগের মতো বেশি সময় নিয়ে একটানা লিখতে পারেন না। আগে রাত আড়াইটে-তিনটে পর্যন্ত লেখালেখির কাজ করলেও এখন রাত বারোটার মধ্যেই বাতি নিভিয়ে ফেলেন। যে-উপন্যাসটি লিখছেন তার নাম সম্পর্কে এখনও ভাবেননি। ৫০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখা হয়েছে, অর্থাৎ কমপক্ষে আরো ৭৫ পৃষ্ঠা লিখতে হবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এই গত দুটো ঈদসংখ্যায় লিখেছেন দুটি উপন্যাস 'সীমান্তের যাত্রী' ও 'বসত'। এবারের উপন্যাসটি ওই ধারাবাহিক উপাখ্যানেরই শেষ পর্ব। বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং দেশপ্রেম– মোটা দাগে বললে এই হচ্ছে উপন্যাসের বিষয়। লেখাটির প্রতি শওকত আলীর বিশেষ দুর্বলতা আছে বলে মনে হলো; কাহিনীর সঙ্গে নিজে জড়িত থাকলে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা যুক্ত হলেই কেবল এতখানি আবেগের সম্পৃক্ততা থাকতে পারে। উপন্যাসটি শেষ করে বেশ ক'বছর আগে পত্রিকায় প্রকাশিত তিনটি পুরনো উপন্যাস সংযোজন-বিয়োজনের কাজে হাত দেবেন বলে ভেবে রেখেছেন তিনি, যেগুলো হয়তো একুশের বইমেলায় গ্রন্থাকারে পাবেন তাঁর পাঠকেরা।

প্লেটোর সংলাপ নিয়ে সরদার ফজলুল করিম

আমাদের সমাজ জীবনের এক জীবন্ত আদর্শ চরিত্র সরদার ফজলুল করিম। শুধু প্লেটোর সংলাপ অনুবাদের কারণেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। প্লেটো, সক্রেটিসসহ আরো নানাবিধ বিষয়ে তার দার্শনিক, মানবিক বক্তব্য নিয়ে ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায় হাজির হচ্ছেন সরদার ফজলুল করিম।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ইচ্ছে গল্প লেখার

পরিবেশবাদী আন্দোলন আর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নতুন নতুন কর্মযজ্ঞ নিয়ে প্রচণ্ড ব্যস্ততা সত্ত্বেও খুব শিগগিরই ২০০০-এর জন্যে গল্প লেখায় হাত দিচ্ছেন বিশিষ্ট বহুমুখী লেখক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। যদিও নিজেকে তিনি লেখক মনে করেন না। তাঁর মতে লেখকের লেখক-জীবন থাকতে হয়। সাহিত্য কিংবা সাহিত্যধর্মী লেখালেখির তুলনায় অধ্যাপনা, টিভি অনুষ্ঠান তৈরি ও উপস্থাপনা, বিভিন্ন সামাজিক সাংগঠনিক কর্তব্য পালন এবং সংবাদপত্রের জন্যে নানামুখী রচনায় নিয়োজিত থাকার কারণে এক ধরনের আত্মাভিমান থেকে এমন অভিমত ব্যক্ত করলেন বলেই মনে হলো আমার। লেখক তো তিনি বটেই, লেখকদের বড় ভাই আর পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকায় তাঁর সাফল্যের প্রমাণও মেলে গত বইমেলায় প্রকাশিত তাঁরই লেখা 'ভালোবাসার সাম্পান' নামের স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থে। যার একটি পর্বের কথা গত ঈদসংখ্যায় পড়েছেন ২০০০-এর পাঠকেরা। এক সময়ে অনেক কবিতা লিখলেও মূলত গদ্যলেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের দুটি গল্পগ্রন্থও আছে। দুটি ছোটগল্পের নামেই নাম রেখেছেন বই দুটির নাম : 'রোদনরূপসী' ও 'খরযৌবনের বন্দী'। দুই বইয়ে মোট ১০টি গল্প মলাটবন্দী হয়েছে। বই দুটি বের করার আগে যে তিনি গল্পগুলো কোথাও ছাপাননি সেটা ঠিক কাজ হয়নি বলেই আজকের মূল্যায়ন তাঁর। তাই এখন নতুন লেখা গল্প পত্রিকায় ছাপিয়ে রাখতে চান। ঈদসংখ্যা উপলক্ষে অন্তত ২০০০-এর গল্পটি লিখে উঠতে পারবেন বলে আশাবাদী তিনি। দুটো গল্প এর আগে ছাপিয়েছেন। তাই ২০০০-এর গল্পটি লেখার পরে আরো যদি দু-একটি গল্প লিখে উঠতে পারেন তাহলে সামনের ফেব্রুয়ারিতে তৃতীয় গল্পগ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হবে। ব্যস্ত মগজের পরিকল্পনার ফাইলে প্রচুর গল্প জমা পড়ে আছে। তার একটিকে আলোয় আনতে চান আলোকিত মানুষ গড়ায় প্রত্যয়ী আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। তবে তার গল্প অথবা স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখা থাকবেই ২০০০-এর ঈদসংখ্যায়।

'সাকিন ও মায়াতরু' শেষ করে অন্য লেখায় হাত দিয়েছেন রাবেয়া খাতুন

কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন সবার আগে শেষ করেছেন সাপ্তাহিক

২০০০-এর উপন্যাস 'সাকিন ও মায়াতরু'। অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাঙালিদের জীবন নিয়ে রচিত এই উপন্যাস আয়তনে বিশাল। সাকিন শব্দটির অর্থ ঠিকানা; প্রবাসীদের প্রকৃত ঠিকানা তো স্বদেশই। বাইরের টান, অর্থের প্রয়োজন ও মোহ– এ সব কিছুই তো মায়াতরুর একেকটি শাখা। ধারণা করা হচ্ছে 'সাকিন ও মায়াতরু' উপন্যাসের মাধ্যমে পাঠক এই সিনিয়র কথাশিল্পীর তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকবদলের সাক্ষী হবেন। প্রতিবছরই একাধিকবার তিনি বিদেশ ভ্রমণে যান, এই ক'সপ্তাহ আগেই ঘুরে এলেন ইন্দোনেশিয়া। বয়সকে তোয়াক্কা না করে তরুণ অনুসন্ধিৎসু পর্যটকের মতোই ঘুরে বেড়ান এ দেশ থেকে ও দেশ, আর হাতে সব সময় রাখেন টেপ রেকর্ডার, ঘাড়ে ক্যামেরা। মনে পড়ছে কালজয়ী কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যিকদের অভিহিত করেছিলেন 'জীবনের সাংবাদিক' ব'লে। এবারেও লিখছেন ভ্রমণকাহিনী। ইস্কাটন অঞ্চলের একটি মেঘ-ছোঁয়া ফ্ল্যাটের যে-ঘরে বসে রাবেয়া খাতুন লেখেন সে-ঘর থেকে এই শহরটাকে সবুজশোভিত নয়নাভিরাম প্রান্তর বলেই মনে হয়, এমন ঈর্ষণীয় তার ভিউ। লেখকের জন্যে বেশ উপযুক্ত জায়গা। বইয়ের আধিক্য তো আছেই, রয়েছে সিনেমা দেখার সরঞ্জাম। উত্তম-সুচিত্রার ছবি যেমন দেখেন, তেমনি দেখেন রিকি মার্টিনের মিউজিক ভিডিও। নিয়মিত বই পড়ার পাশাপাশি সাত-সাতটি দৈনিক পত্রিকায় চোখ বোলান তাঁর মতো কয়জন লেখক? দু'বেলা লেখেন রাবেয়া খাতুন। এখন লিখছেন বয়স্কদের দিনযাপন, আকাঙ্ক্ষা আর স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে উপন্যাস। নাম ঠিক হয়নি, তবে তৃতীয় উপন্যাসটির নাম চূড়ান্ত হয়ে গেছে, 'কুয়াশায় ঢাকা নগরবধূ'। এই লেখাটি নিয়ে অনেক গল্প করলেন, কিন্তু বড় বোনের মতো জানিয়ে রাখলেন এ নিয়ে একটা বাক্যও ছাপানো যাবে না। কী আর করা!

'মেয়রের গাড়ি' নিয়ে আসছেন সেলিনা হোসেন

ঈদসংখ্যায় শিশু-কিশোরদের জন্যেও যথেষ্ট পরিমাণে লেখা রাখার রেওয়াজ চালু করেছে সাপ্তাহিক ২০০০, আর সেলিনা হোসেনের মতো সিরিয়াস ঔপন্যাসিকও এই পত্রিকার ক্ষুদে পাঠকদের জন্যে ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছেন একটি সমাজসচেতন বক্তব্যসমৃদ্ধ অথচ মজার উপন্যাস 'মেয়রের গাড়ি'। কাহিনীটি পড়লে সেই হ্যামিলনের বংশীবাদকের কথা মনে পড়ে যাবে বাচ্চাদের। বড়রাও মনে হয় আনন্দ পাবেন, এই কথা বলার কারণ হচ্ছে সেলিনা হোসেনের মুখে ছোট্ট করে গল্পটি শুনে আমার খুব ইচ্ছে করছে ছাপার আগেই উপন্যাসটি পড়ে ফেলার। কিন্তু সম্পাদক তো আমাকে সে-সুযোগ দেবেন না। যাই হোক, শিশুহত্যা ও ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনের জন্যে বেশ কিছু কার্যকর বুদ্ধি বের করেছে রাজধানীর

শামসুর রাহমানের একগুচ্ছ কবিতা

বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত, মনের দিক দিয়ে চির তরুণ কবির নাম শামসুর রাহমান। এখনো লিখছেন প্রায় প্রতিদিনই। তার ভাষায়, 'কবিতা না লিখে পারি না। কবিতার সঙ্গে এমন প্রেম হয়ে গেছে যে, সাড়া না দিয়ে পারা যায় না।'

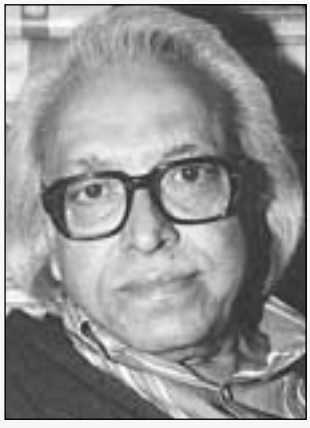

নিয়ম করে না লিখলেও লিখছেন। যখনই মন চাইছে তখনই লিখছেন। শরীর না চলতে চাইলেও হাত লেখা চালিয়ে যাচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠক ঈদ সংখ্যায় পাবেন শামসুর রাহমানের একগুচ্ছ কবিতা পড়ার সুযোগ। কবিতাগুলো বিষয়ে কবির মন্তব্য, 'মন চেয়েছে লিখেছি। কবিতাগুলো আমার কাছে ভালো লেগেছে। পাঠকেরও হয়ত ভালো লাগবে।' চোখের সমস্যা দিন দিন ভালো হলেও হার্টের অবস্থা ভালো নয়। শুধু লেখা নয়, নিয়মিত পড়াশোনাও করছেন। কবিতা না লিখলে যেমন চলে না, তেমনি পড়াশোনা না করেও থাকতে পারেন না কবি শামসুর রাহমান। আমরা তার সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সেলুলার ফোনে কবিতা লিখছেন নির্মলেন্দুগুণ

এক দশক আগে কম্পিউটারে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। সম্ভবত দেশে তিনিই প্রথম কবি যিনি কাগজ-কলম বাদ দিয়ে সরাসরি কম্পিউটারে কবিতা রচনা শুরু করেন। কবিতা গভীর অভিনিবেশ, বিশেষ নিমগ্নতা দাবি করে বলে কম্পিউটারে লেখালেখিতে অভ্যস্ত অনেক লেখকই কবিতা লেখার জন্য কম্পিউটারে বসেন না; গদ্য রচনার জন্য আশ্রয় নেন যন্ত্রের। কিন্তু নির্মলেন্দুগুণ একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন। আশির দশকের কবিদের সংগঠন, অনিরুদ্ধ আশি'র আয়োজনে একটি অনুষ্ঠানে সেদিন অতিথির বক্তব্য প্রদান করতে গিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণের কথায় চমকে উঠি। কবিতা লেখার জন্য এখন তিনি ব্যবহার করছেন সেলুলার ফোন। চলতি পথে, বা রাতে বাতি নিভিয়ে দেবার পর কোনো পংক্তি লিখতে ইচ্ছে হলে আমিও মাঝে মধ্যে সেলুলার ফোনের শরণাপন্ন হই বটে। কিন্তু কবি নির্মলেন্দুগুণ কম্পিউটার বাদ দিয়েছেন, এখন একমাত্র ভরসা মোবাইল ফোন। অনেকেই জানেন, গ্রামীণ ফোনের টেক্সট মেইল সার্ভিস চালু হয়েছে বেশ কিছুকাল, এই সার্ভিসের আওতায় নির্দিষ্ট সংখ্যক শব্দের টেক্সট লেখা যায় সংরক্ষণ করা যায়, কাঙ্খিত নাম্বরে পাঠানোও যায়। তবে লিখতে হবে ইংরেজি হরফ ব্যবহার করে। নির্মলেন্দুগুণ সেটাই করেছেন, লিখছেন, আর পাঠিয়ে দিচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে, সেখানে ওই কবিতা সংরক্ষিত হচ্ছে, বাংলায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকেরা ঈদ সংখ্যায় সেই গুচ্ছ কবিতারই স্বাদ পাবেন।

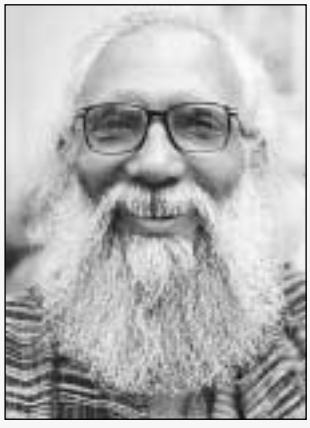

শিশু-কিশোররা। এরা আবার যথেষ্ট পরিবেশ-সচেতন। না, গল্পটি এখুনি বলে দিয়ে ছোটদের মজা নষ্ট করবো না। অনেকেই জানেন, সেলিনা হোসেন বাংলা একাডেমীর দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন। অফিসের সময়টা অর্থাৎ বিকেল চারটা পর্যন্ত কর্মস্থলেই ব্যস্ত থাকতে হয়। সময় বাঁচাতে পারলে অফিসকক্ষে বই পড়েন, কিন্তু লেখালেখির মতো গভীর মনোসংযোগের কাজ অফিসে বসে করতে পারেন না। বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার পরে একটু রাত করেই লিখতে বসেন, আর রাত জেগে লেখার অভ্যেসও আছে তাঁর।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখেছেন গল্প

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০-এ গল্প দিয়েই আমেরিকা গিয়েছিলেন। ২০০০-এ 'ইবনে বতুতার দিনপঞ্জী' নামে আপাত হাস্যরসের আড়ালে একটি গম্ভীর বিষয় নিয়ে বেশ বড় একটি গল্প দিয়েছেন। অকাট্য সত্যোচ্চারণ আছে এই লেখায়। যেমন বলা হয়েছে : 'এখানে ভদ্রলোকেরা সাধারণ মানুষকে আবর্জনা বলে গণ্য করে। আবার যারা ক্ষমতাবান, তাদের মাথায় তুলে রাখে।' আবার ঘুষের সংজ্ঞায় জানানো হয়েছে : 'সরকারি ও দাপ্তরিক কাজে গতি আনার জন্যে বিশেষ খরচা'। ছোট গল্পের সচেতন পাঠকদের অনেকেই জানেন, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বিগত ১৪ বছরে চারটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এখন সে বইগুলো থেকে নির্বাচিত গল্পসমূহের ইংরেজি অনুবাদে হাত দিয়েছেন। বাংলাদেশের শিল্পকলা বিষয়ে ৫০০ পৃষ্ঠার একটি আকরগ্রন্থ বেরুচ্ছে ইংরেজিতে, যার টেক্সট্ হবে কমপক্ষে ১০০ পৃষ্ঠা। সেটি রচনার কাজেই মূলত নিবেদিত তিনি এখন।

হাসান আজিজুল হক লিখছেন গল্প অথবা কিছু একটা

বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের একজন হাসান আজিজুল হক। এক সময় লিখেছেন, এখন আর লিখছেন না। পুরো সময় ব্যয় করছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে। গত তিন বছরে ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায় হাসান আজিজুল হকের কোনো লেখা ছাপা হয়নি। ২০০০ কর্তৃপক্ষ চেষ্টা যে করেনি তা নয়। ২০০০-এর সব রকমের চেষ্টা এবং আন্তরিকতা থাকলেও হাসান আজিজুল হক লিখে উঠতে সক্ষম হননি। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবেই এবার তিনি কথা দিয়েছেন ২০০০-এর ঈদ সংখ্যার জন্য গল্প লিখবেন। তবে গল্প যদি লিখে উঠতে নাও পারেন, কিছু একটা এবার লিখবেনই। নিশ্চয়তা দিয়েছেন ১০০%।

পারিবারিক রাজনীতি, অলৌকিকত্ব... নিয়ে ইমদাদুল হক মিলন

ফোবানা কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে সাত দিনের জন্য আমেরিকা গিয়েছিলেন ইমদাদুল হক মিলন। ফিরে এসেছেন এক মাস কাটিয়ে। যাওয়ার আগে ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায় উপন্যাস লেখার কথা দিয়ে গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরি হওয়ায় ২০০০ কর্তৃপক্ষ চিন্তিত ছিলেন। তবে ফিরে এসে তিনি চিন্তামুক্ত করেছেন ২০০০ কর্তৃপক্ষের। লেখা বেশ কিছু দূর এগিয়ে রেখেই আমেরিকা গিয়েছিলেন। জানালেন, দেশের বাইরে থাকলে তিনি লিখতে পারেন না। বাইরের সময়টা রাখেন শুধুই বেড়ানোর জন্য।

মিলনের এবারের উপন্যাসের নাম 'মানুষকথা'। গ্রামের একটি বড় পরিবারের ভেতরকার নানারকম পারিবারিক রাজনীতি, এক ধরনের অলৌকিকত্ব, মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, প্রেম-ভালোবাসা, সব কিছুর পরে মানুষের যে বেঁচে থাকার আকুতি— এ সবই 'মানুষকথা'র মূল কথা। ইমদাদুল হক মিলন উপন্যাস বিষয়ে এর বেশি কিছু বলতে চাইলেন না। ২০০০ কর্তৃপক্ষ তাকে সময় দিয়েছিলো ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে তিনি ১০ অক্টোবর পর্যন্ত সময় নিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি উপন্যাসটি লিখে শেষ করতে পারবেন বলে তার বিশ্বাস। মিলন প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে লেখেন।

মঈনুল আহসান সাবেরের 'পরের ঘটনা'

কথাশিল্পী মঈনুল আহসান সাবের নিউমোনিয়ায় কাহিল অবস্থায় ছিলেন, যদিও যখন আমি সাপ্তাহিক ২০০০-এর উপন্যাসের বিষয় জানতে চাইলাম তখন ধীরে ধীরে তিনি সেই চেনা সাবেরই হয়ে উঠলেন। মনেই হচ্ছিলো না রক্তে সুগারের পরিমাণ তাঁর আজও মাত্রাছাড়া। গত বছর কোনো ঈদসংখ্যায় তাঁর কোনো লেখাই দেখা যায়নি। তার মানে কি তিনি পিছিয়ে পড়লেন? খুব আত্মপ্রত্যয় নিয়ে স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার করে বললেন, "বাক্য লিখতে পারি, ঈদসংখ্যার ১৫/২০ পাতা ভরে দেয়া মোটেই অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু সেরকম লেখা লিখে কী লাভ? এমন লেখাই লিখতে চাই যেটাকে অন্তত খসড়া উপন্যাস বলতে পারি। এবারে ঈদসংখ্যা ২০০০-এ 'পরের ঘটনা' নামে যে উপন্যাসটি ছাপতে দিচ্ছি সেটা কয়েক মাস পরের বইমেলায় অবশ্যই প্রকাশ করছি না। কয়েক বছর আগে ঈদসংখ্যায় লেখা কোনো কোনো উপন্যাস এখনও চূড়ান্ত করিনি, তাই বই হয়নি। 'পরের ঘটনা'-র মূল কাহিনীর থিমটি পাঁচ বছর আগেই পরিকল্পিত। এর ছক তৈরি করেছি ২০০০ সালে। তখন ওই থিমের সঙ্গে সাম্প্রতিক একটি আলোড়িত সামাজিক ঘটনাও পার্শ্ববিষয় হিসেবে যুক্ত হয়। অথচ লিখতে বসলাম এই ২০০২ সালের শেষে এসে। আমার তো ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লেখাটি শেষ করা।

মুহম্মদ জাফর ইকবাল লিখছেন সায়েন্স ফিকশন

কিশোর পাঠকদের সবচেয়ে প্রিয় লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল প্রথমে সাপ্তাহিক ২০০০কে একটি ছোট লেখা দেবার কথা জানিয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের আন্তরিক আগ্রহ দেখে সায়েন্সফিকশন লেখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সিলেটে তাঁর কর্মস্থলে ফিরে যান তিনি। অক্টোবরের মাঝামাঝি লেগে যাবে তাঁর লেখা শেষ হতে। সুতরাং ছোট্ট বন্ধুরা, করো উল্লাস! আর বড়রাও যে তাঁর লেখার অপেক্ষায় থাকবেন না, সেকথা জোর দিয়ে লেখা যাচ্ছে না।

খায়রুল আলম সবুজের হাতে সোফিয়া লোরেন

পৃথিবীখ্যাত অভিনেত্রী সোফিয়া লোরেন। বর্ণাঢ্য তার জীবন। বংশ পরিচয়হীন রাস্তার বালিকা থেকে তিনি বিশ্বখ্যাত। এরকম একজন মানুষের জীবন কাহিনী জানার আগ্রহ আমাদের সবারই। তার জীবনের অজানা নানা বিষয়, শিশু থেকে কিশোরী, প্রেম, বিয়ে কোনো কিছুই বাদ থাকছে না। এ.ই. হোশনারের লেখা সোফিয়া লোরেনের আত্মজীবনীর আকর্ষণীয় অংশগুলো অভিনেতা, নাট্যকার খায়রুল আলম সবুজ নিয়ে এসেছেন পাঠকের কাছে। ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায় পাঠক পাবেন পূর্ণাঙ্গ সোফিয়া লোরেনের স্বাদ।

খায়রুল আলম সবুজ এর আগেও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নাটক অনুবাদ করেছেন। সুতরাং অনুবাদের কাজে তিনি অনেক আগে থেকেই সিদ্ধহস্ত। আন্তন শেখভের 'সী-গাল', ইবসেনের 'ডলস হাউস'সহ অনেক কিছু সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছেন তিনি।

পুরনো ঢাকার জীবন উঠে আসছে বুলবুল চৌধুরীর উপন্যাসে

গেন্ডারিয়ার ধূপখোলার মাঠ এলাকায় আর বাংলাবাজারের রাস্তায় কখনো কখনো দেখেছি সত্তরের দশকের কথাশিল্পী বুলবুল চৌধুরীকে মগ্ন হয়ে হাঁটতে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে শিল্পী ধ্রুব এষের বাসায়। এই বাসায় তিনি প্রতিদিনই আসেন, কিন্তু সময়ের কোনো নিয়ম নেই। ধ্রুবর কাছ থেকে তাঁর লেখালেখি সম্পর্কে জানা গেল, ধ্রুব কথা দিলেন বুলবুল চৌধুরী আসা মাত্রই সেলুলার ফোনে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন। দু'দফা ফোনে কথা বলে জানা গেল তিনি 'ছোট

সময় বড়ো সময়' নামে আত্মজৈবনিক উপন্যাস লিখছেন, এবং সেখানে কোনো আরোপিত চরিত্রের ভেতরে নয়, স্বনামেই পাওয়া যাবে তাঁকে। এবারের ঈদকে সামনে রেখে লেখা অপর দুটি উপন্যাসের নাম 'পাখিটি ছাড়িল কে', ও 'মেহেরজান'। সাপ্তাহিক ২০০০-এর উপন্যাস রসময় প্রাণবন্তজীবন উঠে আসবে। কথ্যভঙ্গি অবিকৃত রাখার জন্য বুলবুল চৌধুরীর মতো বোহেমিয়ানও টেপ রেকর্ডারে পুরনো ঢাকার বাসিন্দাদের কথা রেকর্ড করেছেন। দু'তিনটি গল্পও লিখবেন। এক অর্থে লেখালেখি বুলবুল চৌধুরীর পেশা হলেও তিনি এটাকে প্রকৃতপক্ষে নেশাই মনে করেন। একটা লেখা থেকে আরেকটা লেখায় বিচরণ করা ভিন্ন ভিন্ন ঘোরই তো বটে। তাঁর মতো সার্বক্ষণিক কথাসাহিত্যিক রাজধানীতে দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার অন্তত জানা নেই।

টিভি-ব্যক্তিত্ব ফরিদুর রেজা সাগর 'টিভি-উপাখ্যান'ই লিখছেন

দেশের প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ের

অন্যতম প্রধান কর্তাব্যক্তি ফরিদুর রেজা সাগর যে একজন শিশুসাহিত্যিক, সে-পরিচয় আজকের পর্দা প্রসারের কাছে প্রায় নিষ্প্রভ হতে চলেছে। এই তো ক'বছর আগে সাগর অনুষ্ঠান উপস্থাপনাও করতেন, এখন চলে গেছেন পর্দার পেছনে। কিন্তু সাপ্তাহিক ২০০০-এর জন্যে তিনি যে-কাজে হাত দিয়েছেন সেটা যদি নিষ্ঠার সঙ্গে করতে পারেন তাহলে সত্যিই একটি অসামান্য কাজ হবে। যদিও লেখকসুলভ বিনয় তাঁর রয়েছে বলে লেখাটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতেই চাননি। তাঁর দেয়া সংকেত থেকে আমার অনুমান, স্মৃতিকথার আঙ্গিকে লেখা এই উপাখ্যানে পুরো সাড়ে তিন দশকের তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের টেলিভিশন স্থাপনা, ক্রমোন্নতি এবং দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গিসহ বিচিত্রমাত্রিক দিক বিশদভাবে তুলে ধরা হবে। এই লেখার কাঠামো তৈরির কাজ এক বছর আগেই সম্পন্ন করে রেখেছিলেন তিনি। লিখছেন তিন মাস যাবৎ। তবে সমস্যা হলো অন্য অজস্র কাজের কারণে প্রতিটা দিন রুটিন করে মা রাবেয়া খাতুনের মতো লিখতে বসা সম্ভব হচ্ছে না।

অন্যরকম প্রেমের উপন্যাস লিখছেন আসিফ নজরুল

এক সময়ের তুখোড় রিপোর্টার, বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিদ্যার শিক্ষক আসিফ নজরুল অন্যরকম প্রেমের উপন্যাস লিখছেন বিগত কয়েক মাস ধরে। এই উপন্যাসে মানসিক ভারসাম্যের সীমাবদ্ধতা আছে এমন একজন তরুণীর ব্যতিক্রমী জীবন উঠে আসছে। এর বেশি কিছু বলতে নারাজ আসিফ।

অফিস থেকে ছুটি নিয়ে কম্পিউটার খুলে বসেছেন আনিসুল হক

কবি, রম্যলেখক ও কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক ঈদসংখ্যার জন্যে

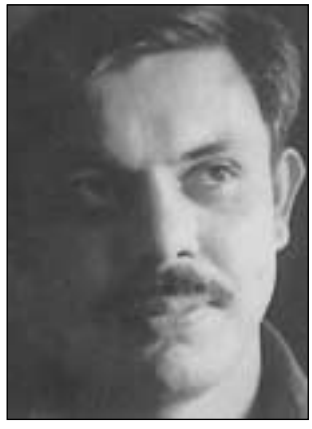

অফিস থেকে দীর্ঘ ছুটি নিয়ে কম্পিউটার খুলে বসেছেন, রাত-দিন লিখছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর জন্যে যে- উপন্যাসটি লিখবেন সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলতে চান না, এমনকি ইঙ্গিতও নয়; রহস্য রাখতে চান। একটি বড়ো মাপের উপন্যাস লেখার জন্যে তাঁর হৃদয় সব সময়েই কাতর, কিন্তু তাঁর ভাষায় সেজন্যে এক জীবনের প্রস্তুতি লাগে, দগ্ধ হয়ে হয়ে বৈদগ্ধ অর্জন করতে হয়। তাঁর সাফ কথা 'সেই জীবন আমি যাপন করি না, আনিসুল হকের জীবন চালাকের জীবন, টোটকা জীবন; এখানে হাসাতে হয়, কাঁদাতে হয়...।'

এই প্রথম ঈদ সংখ্যার জন্যে লিখছেন আকিমুন রহমান

গবেষক ও ঔপন্যাসিক ডক্টর আকিমুন রহমান এই প্রথমবারের

মতো কোনো ঈদ সংখ্যার জন্যে লিখছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে। আজকের নবীন পাঠকেরা জানেন না মধ্য নব্বুইয়ে একটি পাক্ষিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'বিবি থেকে বেগম'-এর প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ বন্ধ করে দেন অর্ধশতাধিক বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির দাপটে। যদিও গ্রন্থটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশের পরও লেখকের স্বাধীনতা হরণ-পক্ষ থেকে কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যায়নি। তবে ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আকিমুন রহমানের লেখার প্রকাশ খুবই সীমিত হয়ে পড়ে। তাঁর ভাষায় 'আমি পত্রিকাগুলোর দিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকি, তারা কেন বলে না লিখতে!' এ পর্যন্ত প্রকাশিত আকিমুন রহমানের চারটি উপন্যাসই গ্রন্থাকারে বেরুনোর আগে কোথাও ছাপা হয়নি। সঙ্গত কারণেই অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে পৌঁছায়নি তাঁর রচনা, আবার অর্থনৈতিকভাবেও তিনি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এর উপন্যাসটি সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি চল্লিশোর্ধ্ব একজন একাকী নারীর আখ্যান যিনি জাগতিক প্রাপ্তির মধ্যে থাকলেও জীবন তাঁর কাছে ব্যর্থ নিষ্ফল আর মৃত্যুময় হয়ে উঠেছে। ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ-এ অধ্যাপনার জন্যে একেবারে আক্ষরিক অর্থেই আকিমুনের সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় চলে যায় (যাতায়াতসহ)। ক্লাসের ফাঁকে পাওয়া দেড় ঘণ্টা বিরতি তিনি এই উপন্যাসের জন্যেই ব্যয় করেন। তাঁর রুটিন বাস্তবসম্মতই মনে হলো; সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দেড় ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেন, তারপর পড়ার কাজ সেরে লেখালেখির টেবিলে বসেন। কিন্তু মুড না থাকলে বেশিক্ষণ লিখতে পারেন না।

নিষিদ্ধ পরিক্রমায় দিলারা হাশেম

নিউইয়র্কবাসী হলেও দিলারা হাসেমকে প্রতিবছরই বাংলা একাডেমীর একুশের বাইমেলায় দেখা যায়, নিয়মিতভাবে উপন্যাসও প্রকাশ করে চলেছে তিনি। এ বছর কবিতাগ্রন্থও বের করেছেন। এখন বিটিভিতে চলছে তাঁর উপন্যাসের ধারাবাহিক নাট্যরূপ 'আমলজির মৌ'। স্বদেশ, মাতৃভাষা আর সাহিত্যের প্রতি দিলারা হাশেমের অনুরাগের প্রকাশ ভক্তদের আনন্দ দেয়। সাপ্তাহিক ২০০০-এর জন্য তিনি যে উপন্যাস লিখে পাঠিয়েছেন তার নাম 'নিষিদ্ধ পরিক্রমা'। পাত্র-পাত্রীরা বাংলাদেশের হলেও নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন, মুল নায়ক অবশ্য আমেরিকান। একটু নিষিদ্ধ ব্যাপার স্যাপারই আছে লেখায়, আছে খোলামেলা বর্ণনা। বাঙালিনারী একান্ত দর্পনের মুখোমুখি হয়ে নিজের নিষিদ্ধ পরিক্রমার সপক্ষে যুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। বাঙালি স্বামীর শয্যায় সে নিজেকে সম্পূর্ণ মেলে ধরতে পারে না, অতৃপ্তিও তাকে কষ্ট দেয়। অন্যদিকে বিদেশী প্রেমিকের আকর্ষণে সে শিহরিত। এমন উপন্যাস নিষিদ্ধ হয়ে থাকছে না, প্রকাশিত হচ্ছে ২০০০-এর ঈদ সংখ্যায়।

আমীরুল ইসলাম লিখছেন শিল্পকলা বিষয়ে

শিশু সাহিত্যিক আমীরুল ইসলাম এবার সাপ্তাহিক ২০০০-এ ছড়া নয়, লিখছেন ন্যুড চিত্রকলা ও ভাস্কর্য বিষয়ে নিবন্ধ। এরোটিক পেইন্টিংও আলোচিত হবে লেখায়। শিল্পকর্মের রঙিন আলোকচিত্রের সংযোজন পাঠকদের আকৃষ্ট করবে বলে ধারণা করা যায়। উল্লেখ্য, দু'বছর আগে তাঁর লেখা কিশোর উপযোগী গ্রন্থ 'ছবি আঁকা ছবি শেখা' প্রকাশিত হয়েছে।

'প্রমিত জলোচ্ছ্বাস' নিয়ে ইমতিয়ার শামীম

সারা বছর নিয়মিত লেখালেখি করেন তরুণ কথাসাহিত্যিক ইমতিয়ার শামীম, তাই এবার একাধিক ঈদসংখ্যাতেই তাঁর উপন্যাস ও গল্প দেখা যাবে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর জন্যে লিখেছেন উপন্যাস 'প্রমিত জলোচ্ছ্বাস'; প্রথম উপন্যাসের মতোই এর প্রধান পাত্র-পাত্রী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। ইমতিয়ার শামীম এখন একটি জাতীয় দৈনিকে কর্মরত হলেও এক সময়ে এনজিওতে কাজ করেছেন। ঈদসংখ্যায় ছাপা হয়ে যাবার পর গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য যখন প্রকাশককে পাণ্ডুলিপি দেবেন তখন প্রতিটি লেখাই আয়তনে বেড়ে যাবে, অর্থাৎ আরো পরিচ্ছেদ সংযুক্ত করবেন ইমতিয়ার। এখনকার তরুণ লেখকদের মতো তিনিও কম্পিউটারেই লেখালেখি করেন। তবে অফিসে একদমই নয়।

মশিউল আলম একটিই লিখছেন, কিশোরদের জন্যে

দৈনিক প্রথম আলোয় কর্মরত আরেক কথাসাহিত্যিক মশিউল আলমও অল্প একটু যুক্ত হয়ে পড়েছেন টেলিভিশন নাটক রচনায়। তবে ঈদ সংখ্যাকে টার্গেট করে তিনি কম্পিউটারের সামনে বসেন না। ছয় মাস যাবৎ

তিনি শিশু-কিশোরদের জন্যে যে-লেখাটি লিখছেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেটিই চূড়ান্ত করছেন। উপন্যাসের নাম 'তুমুল ও হ্যারি পটার'। সেলিনা হোসেনের কিশোর উপন্যাসের মতো এই লেখায়ও শিশুহত্যার বিরুদ্ধে বক্তব্য থাকবে। তথ্যপ্রযুক্তির এই প্রাগ্রসরতার যুগে শিশু-কিশোরদের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মনের কথাটি মাথায় রেখেই কাহিনী সাজাচ্ছেন মশিউল। আর নৈতিক শিক্ষা দান ও সৌন্দর্যচর্চার প্রতি কিশোরদের আগ্রহী করে তোলার পরোক্ষ প্রয়াসও থাকবে এই উপন্যাসে। বলা দরকার, এই প্রথম কিশোরদের জন্যে লিখছেন সিরিয়াস ধারার তরুণ লেখক মশিউল আলম; বললেন, 'এতদিন প্রস্তুতি ছিলো না, কঠিন মনে হতো, আর সাহসের অভাবও বোধ করতাম; যদিও সব লেখকেরই শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা উচিত।'

শিল্পী ধ্রুব এষ লিখছেন উপন্যাস

তরুণ বয়সেই স্বদেশের প্রকাশনা জগতে প্রচ্ছদশিল্পে অনিবার্য ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন ধ্রুব এষ। আলাপচারিতায় খুবই লাজুক এই স্বল্পভাষী শিল্পী নিজের লেখালেখির কথা তুললে মৌনতা অবলম্বন করেন, কথাটা ঠিক হলো না, নিঃশব্দে হাসতে থাকেন। বিটিভির ক্যামেরার সামনে আমি একবার বড়ো বিব্রত হয়েছিলাম ধ্রুবর মুখোমুখি বসে। আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তিনি স্টুডিওতে এসেছিলেন বটে কিন্তু ক্রমাগত জিজ্ঞাসার উত্তরে একটু মাথা নাড়ানো, একটু চোখ নামানো, হা-হু করা ছাড়া বিশেষ কিছু না পেয়ে ক্যামেরা বন্ধ করে খানিকটা আড্ডা দিতে হয়েছিলো। লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সেই স্মৃতিই মনে পড়লো। অনেক এগল্প সেগল্পের পর উদ্ধার করা গেল ধ্রুব এষ উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন, ২০০০টা লেখা শেষ করেছেন ২০০০-এর উপন্যাসটির নাম দিয়েছেন 'পাতা ওড়ার দিন'। অবাক হলাম জেনে ধ্রুব রাত বারোটার পরে লিখতে বসেন। দিনটা বরাদ্দ আঁকাআঁকির জন্যে। সামনের বইমেলার কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

গন্তব্যের খোঁজে ইরাজ আহমেদ

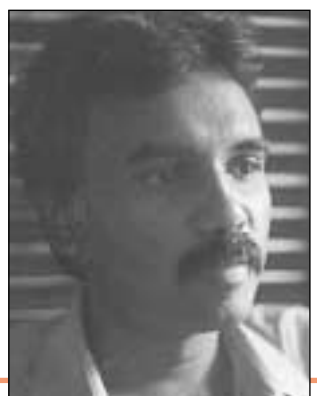

কয়েকজন মানব মানবীর দুঃখ কষ্ট, এবং জীবনের কোন গন্তব্য খুঁজে না পাওয়ার যন্ত্রণার কাহিনী ইরাজ আহমেদের এবারের উপন্যাসের বিষয়। কখনা ভালোবাসা, কখনো জীবনের জটিল নকশা আবার কখনো এই শহরের অন্ধকার পৃথিবী এদের ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চিত এ জীবনের ভেতরে। উপন্যাসের নাম নিরাশ্রয়।

সাধারণত রাত ১২টার পর

লেখার টেবিলে বসেন তিনি। ঘন্টা দুয়েক লেখার পর বিরতি। আবার সকালে উঠে এক ঘন্টা। তার প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে- ফেলে আসা রুমাল (কাব্যগ্রন্থ), এইসব অন্ধকার (উপন্যাস) মহাকাব্যের গল্প (সম্পাদনা), খ্যাতিমান ১০০ (অনুবাদ), পুড়তে থাকো বিজ্ঞাপনের আগুনে (কাব্যগ্রন্থ)।

আহমাদ মোস্তফা কামাল ও অন্ধ যাদুকর

তরুণ লেখক আহমাদ মোস্তফা কামাল প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আগন্তুক' রচনার আগে থেকেই 'অন্ধ যাদুকর'-এর কথা ভেবে চলেছেন; এবারে কাঠামো চূড়ান্ত করে লিখতে বসে গেছেন। তাই এটি হবে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস। ঘরে-বাইরে একজন ব্যক্তির সঙ্গে যেমন বিভিন্ন ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে, তেমনি স্থান ও পরিবেশের সঙ্গেও তার সম্বন্ধ থাকে– এটাই মূল থিম এই উপন্যাসের। এছাড়া গত ঈদে ২০০০-এ 'আমাদের শহরে একজন অচেনা লোক' শিরোনামে একটি গল্প লিখেছিলেন আহমাদ মোস্তফা কামাল।

মরণব্যাধি ও ব্যর্থ চিকিৎসক নিয়ে প্রশান্ত মৃধা

কলকাতার ভিন্ন ধারার সাহিত্য পত্রিকা 'প্রতিক্ষণ'-এ 'আরও দূর জন্মজন্মান্তর' ছাপানার ভেতর দিয়ে উপন্যাসযাত্রা শুরু হয়েছিলো মেধাবী তরুণ প্রশান্ত মৃধার। এরপর গত পাঁচ বছরে বেশ অনেকগুলো উপন্যাসই নিখেছেন তিনি, সাপ্তাহিক ২০০০ এই প্রকাশিত হয়েছে একজোড়া। দুটো দৈনিক সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবেই বেরিয়েছে দুটি উপন্যাস। অবশ্য এইসব রচনাকে উপন্যাস বলতে চান না প্রশান্ত, উপন্যাসের বড় গল্প, নভেলেট, ছোট উপন্যাস- এরকম নানা টাইটেল দিতেই স্বস্তি পান। 'একদিন আমি অবশ্যই উপন্যাস লিখবো, যেমনটা শিখেছি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের কাছে'- এমন উক্তি তার। ইতিমধ্যে একটি দৈনিকপত্রিকার দেয়া সাহিত্য পুরষ্কারও অর্জন করেছেন প্রশান্ত। ২০০০-এর উপন্যাসটির নাম 'ধুকপুকানি ক্ষয়'- এক গ্রাম্য হোমিও প্যাতের উপাখ্যান, যার স্ত্রী যক্ষায় মারা যান। এই লেখার জন্য যক্ষা রোগ নিয়ে তার চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে প্রচুর গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেছেন প্রশান্ত মৃধা। জেনেছেন এই দেশে এখনও প্রতি আট মিনিটে একজন যক্ষারোগী মারা যান। বলা দরকার, গত দুই বছরে এই তরুণ কথাশিল্পীর দুটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

এছাড়াও গল্প, প্রবন্ধসহ নানা রকমের লেখা থাকবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর বিশাল ঈদ সংখ্যায়।

ছবি : **নাসির আলী মামুন, দৈনিক প্রথম আলো ও সাপ্তাহিক ২০০০**

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

Want to leave Bangladesh as early as possible due to some unavoidable circumstances. The last resort is to offer my self as a candidate for marriage, to some one, immigrant of any country.
Male, 26+, Muslim (Sonni), completed masters level of education, currently serving a private commercial bank as an officer in Dhaka.- Shaikat, Cell : 017001997, E-mail : help.me@soon.com